

মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় বিজ্ঞানে

• ১ম পৃষ্ঠার পর

আমরা তৈরি করতে পারছি না।” গতকাল শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) সমাবর্তনে এসব কথা বলেন তিনি।

মাহাথির বলেন, “আজ মুসলমানরা এবং মুসলিম দেশগুলো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছে। বিদেশি শক্তি এসব দেশগুলো দখল করে আছে। দেশগুলোর সাধারণ মানুষ হত্যা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, মুসলিম রাষ্ট্র বলে দাবিদার ৫০টিরও বেশি রাষ্ট্রের কোনো একটিও উন্নত নয়। তারা সকলেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি তাদের প্রতিরক্ষা যাদের ওপর নির্ভরশীল তারা সবসময় আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে না।” আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার হিসেবে খ্যাত মাহাথির বলেন, “নিজেদের ও ধর্ম রক্ষার সামর্থ্য নেই বলেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই। এখন আমরা জানি যে, কোরআন আমাদেরকে ধর্ম এবং নিজেদের রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

“আমাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। আমাদের পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু পড়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়নি।”

তিনি আরো বলেন, “আমাদের নিজেদের অস্ত্র নিজেরা তৈরি করতে পারি না, আমাদের সেই যোগ্যতা নেই। কারণ আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞান আহরণ আমাদের প্রয়োজন।” সমাবর্তনে গ্রাজুয়েটদের মুসলিম বিশ্বের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানান মাহাথির। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভিসি ড. মোহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভিসি একে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তব্য রাখেন। ইউআইটিএস-র ডিগ্রিপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর এ এম শরীফ এবং প্রফেসর

আফজাল আহমেদ।

রাষ্ট্রপতি অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, “হাজার দুয়ারী আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কপমগুস্তায় আবিষ্ট বন্ধঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ, শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে। যা কিছু সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার কাছে প্রতিভাত করবে।” রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণ পদক গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এ উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড করে যাচ্ছে। ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই এখন বাংলাদেশ। তবে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে।

সূফি মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠা, জীবনের সঙ্গে মূল্যবোধ, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে সেই শিক্ষা আসল-শিক্ষা নয়। মানুষের মতো এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোনও সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাই মানবসন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবীয় গুণাবলিতে বলীয়ান মানবসন্তানদের নিজ শক্তিতে দাঁড়িয়ে অসীম লক্ষ্যে পৌঁছানোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে ব্রতী। তিনি বলেন, যারা ডিগ্রি নিয়েছে, তারা সমাজে আলো ছড়াবে।